সংবাদ

তারিখ : 14 AUG 2013
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

কমেছে : পাসের হার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে। চট্টগ্রাম বোর্ডের ইংরেজি দ্বিতীয়পত্রের পরীক্ষাই চারবার বদলাতে হয়েছে। এতে পরীক্ষার্থীদের মনোযোগ ব্যাহত হয়েছে, প্রস্তুতি বাধাগ্রস্ত হয়েছে, মানসিক চাপ ও চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পরীক্ষা দিতে হয়েছে। এর ফলে এবার ফল খারাপ হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শিক্ষার্থীরা। বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাও ফল বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

শিক্ষামন্ত্রী ফল বিপর্যয়ের জন্য অবিবেচক, দায়িত্বজ্ঞানহীন, অদূরদর্শী রাজনীতিক ব্যক্তিদের দায়ী করে বলেন, 'বারবার হরতাল না দেয়ার জন্য আমরা অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু বিএনপি-জামায়াত তার তোয়াক্কা করেনি। এর ফলে শিক্ষার্থীদের প্রচণ্ড চাপের মধ্যে পরীক্ষা দিতে হয়েছে। অনেকের ফল ভালো হয়নি। এসব কারণে এবার পাসের হার কিছুটা কমেছে। তবে এই পরিস্থিতির মধ্যে আগের ধারাবাহিকতায় পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশ সম্ভব হয়েছে।'

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাসচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, মাউশির মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুন, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সাব-কমিটির আহ্বায়ক প্রফেসর তাসলিমা বেগম প্রমুখ। সংবাদ সম্মেলনের আগে সকাল ১০টায় শিক্ষামন্ত্রী বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানদের সঙ্গে নিয়ে ফলাফলের কপি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে তুলে দেন।

দশ শিক্ষা বোর্ডের ফল : আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সাত হাজার ৬৫৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে এবার এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল দশ লাখ দুই হাজার ৪৯৬ পরীক্ষার্থী, যা গত বছর ছিল ৯ লাখ ১৭ হাজার ৬৭৩ জন। এবার উত্তীর্ণ হয়েছে সাত লাখ ৪৪ হাজার ৮৯১ শিক্ষার্থী। এবার গড় পাসের হার ৭৪ দশমিক ৩০ শতাংশ। গত বছর শতভাগ উত্তীর্ণ প্রতিষ্ঠান ছিল এক হাজার ৩৯টি, আর এবার এ সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৮৪৯টিতে। এছাড়া এবার ২৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে কোন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়নি, গত বছর এ সংখ্যা ছিল ২৪টি।

সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের তথ্য : আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড থেকে এবার এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল মোট আট লাখ ১৪ হাজার ৪৬৯ জন, গত বছর যা ছিল সাত লাখ ৪২ হাজার ৪৪৮ জন। আট বোর্ড থেকে এবার পাস করেছে পাঁচ লাখ ৭৯ হাজার ২৯৭ জন, গত বছর পাস করেছিল পাঁচ লাখ ৬৭ হাজার ৯৪০ জন। এবার গড় পাসের হার ৭১ দশমিক ১৩ শতাংশ, গত বছর ছিল ৭৬ দশমিক ৫০ শতাংশ। আট বোর্ড থেকে এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪৬ হাজার ৭৩৬ জন, গত ছিল ৫১ হাজার ৪৬৯ জন।

ঢাকা বোর্ড : ঢাকা শিক্ষা বোর্ড থেকে এবার এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল দুই লাখ ৬৩ হাজার ৪২৬ জন ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে এক লাখ ৯৫ হাজার ৪৫ জন। গড় পাসের হার ৭৪ দশমিক ০৪ শতাংশ, গত বছর যা ছিল ৮১ দশমিক ৮২ শতাংশ। এ বোর্ড থেকে এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ২২ হাজার ৩৪৭ জন, গত বছর ঢাকা বোর্ড থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছিল ২৫ হাজার ১০৪ শিক্ষার্থী। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ডিপ্লোমা ইন বিজনেস স্টাডিজ (ডিআইবিএস) পরীক্ষায় এবার অংশ নিয়েছিল চার হাজার ৫৬৯ জন। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে তিন হাজার ৯৭৫ জন। গড় পাসের হার ৮৭ শতাংশ। প্রসঙ্গত, দেশের ১৮টি সরকারি কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউটে বর্তমানে ডিআইবিএস কোর্স চালু আছে।

রাজশাহী বোর্ড : রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এবার এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল এক লাখ পাঁচ হাজার ৭২ শিক্ষার্থী। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ৮১ হাজার ৬৩১ শিক্ষার্থী। গড় পাসের হার ৭৭ দশমিক ৬৯ শতাংশ, গত বছর যা ছিল ৭৮ দশমিক ৪৪ শতাংশ। রাজশাহী বোর্ড থেকে এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে সাত হাজার ২৬৬ জন, গত বছর এ সংখ্যা ছিল ছয় হাজার ৮৭২ জন।

কুমিল্লা বোর্ড : কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড থেকে এবার পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ৮৮ হাজার ২৯৪ জন। এর মধ্যে পাস করেছে ৫৪ হাজার ৩০৯ জন। গড় পাসের হার ৬১ দশমিক ২৯ শতাংশ, গত বছর যা ছিল ৭৪ দশমিক ৬০ শতাংশ। এবার কুমিল্লা বোর্ড থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে দুই হাজার ৩৯০ জন, গত বছর এ সংখ্যা ছিল দুই হাজার ১৫০ জন।

যশোর বোর্ড : এবার যশোর শিক্ষা বোর্ড থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল এক লাখ ৯ হাজার ৯৯৪ ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ৭৪ হাজার ২৪০ জন। গড় পাসের হার ৬৭ দশমিক ৪৯ শতাংশ, গত বছর যা ছিল ৬৭ দশমিক ৮৭ শতাংশ। এ বোর্ড থেকে এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে চার হাজার ৭৪০ জন, গত বছর পেয়েছিল পাঁচ হাজার ২২৯ জন।

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড : চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড থেকে এবার এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ৬৩ হাজার ২৮৬ জন ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে পাস করেছে ৩৮ হাজার ৯৮৬ জন। গড় পাসের হার ৬১ দশমিক ২২ শতাংশ, গত বছর এ হার ছিল ৭২ দশমিক ২৯ শতাংশ। এবার এ বোর্ড থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে দুই হাজার ৭৭২ জন, গত বছর পেয়েছিল তিন হাজার ১৪৫ জন।

বরিশাল বোর্ড : বরিশাল শিক্ষা বোর্ড থেকে এবার এ পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ৫২ হাজার ১৭৩ জন। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ৩৭ হাজার ৪০৩ জন। গড় পাসের হার ৭১ দশমিক ৬৯ শতাংশ, গত বছর যা ছিল ৬৬ দশমিক ৯৮ শতাংশ। বরিশাল বোর্ড থেকে এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে এক হাজার ৮৫৩ জন, গত বছর যা ছিল এক হাজার ৮৯৫ জন।

সিলেট বোর্ড : সিলেট শিক্ষা বোর্ড থেকে এবার এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ৪২ হাজার ৯৮০ শিক্ষার্থী। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ৩৪ হাজার ৯ শিক্ষার্থী। গড় পাসের হার ৭৯ দশমিক ১৩ শতাংশ, গত বছর যা ছিল ৮৫ দশমিক ৩৭ শতাংশ। এ বোর্ড থেকে এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে এক হাজার ৫৩৫ জন, গত বছর এ সংখ্যা ছিল দুই হাজার ৬৫ জন।

দিনাজপুর বোর্ড : দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড থেকে এবার এ পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ৮৮ হাজার ৪৪৪ জন। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ৬৩ হাজার ৬২৪ শিক্ষার্থী। গড় পাসের হার ৭১ দশমিক ৯৪ শতাংশ, গত বছর যা ছিল ৭৫ দশমিক ৪১ শতাংশ। এ দিনাজপুর বোর্ড থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে তিন হাজার ৪৩৩ জন, গত বছর পেয়েছিল পাঁচ হাজার ৯ জন।

মাদ্রাসা বোর্ড : মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে এবার আলিম পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ৮৭ হাজার ৪৭৪ ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ৮০ হাজার ২ জন। গড় পাসের হার ৯১ দশমিক ৪৬ শতাংশ, গত বছর যা ছিল ৯১ দশমিক ৭৭ শতাংশ। এ বোর্ড থেকে এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ছয় হাজার ৯ জন, গত তা পেয়েছিল সাত হাজার ৭৩ জন।

কারিগরি বোর্ড : কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচএসসি (বিএম) পরীক্ষায় এবার অংশ নিয়েছিল ৯৫ হাজার ৯৮৪ জন। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ৮১ হাজার ৬১৭ জন শিক্ষার্থী। গড় পাসের হার ৮৫ দশমিক ০৩ শতাংশ, গত বছর যা ছিল ৮৪ দশমিক ৩২ শতাংশ। এবার এ বোর্ড থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে চার হাজার ৬৫৮ জন এবং গত বছর পেয়েছিল দুই হাজার ২১১ জন।

বিদেশি পরীক্ষা কেন্দ্র : বিদেশের পাঁচটি পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে এবার এইচএসসি পরীক্ষা অংশ নিয়েছিল ১৬৪ জন ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে কৃতকার্য হয়েছে ১৪৮ জন। গড় পাসের হার ৯০ দশমিক ২৪ শতাংশ। এর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩২ জন। বিদেশি কেন্দ্রগুলো কাতারের দোহা, আবুধাবি, সৌদি আরবের জেদ্দা ও রিয়াদ এবং লিবিয়ার ত্রিপলিতে অবস্থিত।

প্রসঙ্গত, গত ১ এপ্রিল এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হয়। ২৮ মে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও ঘন ঘন হরতালের কারণে পরীক্ষা শেষ হয় গত ১ জুন।

ফল জানা যাবে মোবাইলে : বরাবরের মতোই যে কোন মোবাইল থেকে এসএমএস করে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল জানতে পারছেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। এ জন্য এইচএসসি লিখে স্পেস দিয়ে বোর্ডের প্রথম তিন অক্ষর স্পেস দিয়ে রোল নম্বর লিখে স্পেস দিয়ে ২০১৩ লিখে ১৬২২২ নম্বরে এসএমএস পাঠাতে হবে। ফিরতি এসএমএসে ফল জানিয়ে দেয়া হয়।

আলিম পরীক্ষার ফল জানতে আলিম লিখে স্পেস দিয়ে মাদ্ স্পেস দিয়ে রোল নম্বর লিখে স্পেস দিয়ে ২০১৩ লিখে ১৬২২২ নম্বরে এসএমএস পাঠাতে হবে। ফিরতি এসএমএসে ফল পাওয়া যাবে।

আর কারিগরির ফল জানতে এইচএসসি লিখে স্পেস দিয়ে টেক লিখে স্পেস দিয়ে রোল নম্বর লিখে স্পেস দিয়ে ২০১৩ লিখে ১৬২২২ নম্বরে এসএমএস পাঠাতে হবে। ফিরতি এসএমএসে ফল জানিয়ে দেয়া হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ই-মেইলে ফল জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এছাড়া www.educationboardresults.gov.bd ওয়েবসাইটে সব শিক্ষা বোর্ডের ফল পাওয়া যাচ্ছে।

ফল পুনঃনিরীক্ষা : রাষ্ট্রায়ত্ত মোবাইল অপারেটর টেলিটক থেকে আগামী ৪ থেকে ১৩ আগস্ট পর্যন্ত এইচএসসি ও সমমানের ফল পুনঃনিরীক্ষার আবেদন করা যাবে বলে টেলিটকের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে। এতে বলা হয়, ফল পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন করতে RSC লিখে স্পেস দিয়ে বোর্ডের নামের প্রথম তিন অক্ষর লিখে স্পেস দিয়ে রোল নম্বর লিখে স্পেস দিয়ে বিষয় কোড লিখে ১৬২২২ নম্বরে পাঠাতে হবে।

ফিরতি এসএমএসে ফি বাবদ কত টাকা কেটে নেয়া হবে তা জানিয়ে একটি পিন নম্বর (পার্সোনাল আইডেন্টিফিকেশন নম্বর-PIN) দেয়া হবে। আবেদনে সম্মত থাকলে RSC লিখে স্পেস দিয়ে YES লিখে স্পেস দিয়ে পিন নম্বর লিখে স্পেস দিয়ে যোগাযোগের জন্য একটি মোবাইল নম্বর দিয়ে ১৬২২২ নম্বরে এসএমএস পাঠাতে হবে।